APR. 05 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ... ৫

শিক্ষকদের কথা

প্রাথমিক শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যা এবং তাদের মানোন্নয়ন

বিধান চন্দ্র ঘোষ

যিনি শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষক। সেই অর্থে বিশ্বের সবাই শিক্ষক। কিন্তু প্রচলিত অর্থে শিক্ষক তিনি, যিনি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দান করেন। শিক্ষক হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। যাদের জাদুর কাঠির স্পর্শে আলোকিত হয় সমগ্র সমাজ তথা জাতি। সবাই শিক্ষক হতে পারেন না। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'গায়ের জোরে সবকিছু হতে পারে কিন্তু গুরু হওয়া যায় না।'

শিক্ষক ছাড়া সুশৃঙ্খল জাতি গঠন সম্ভব নয়। এজন্যই উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা ও পেশাগত দক্ষতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সেখানে শিক্ষকদের কর্মে স্বাধীনতা, সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষা প্রশাসন শিক্ষদের বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি আলোচনা করতে যাই তবে শিক্ষার উৎকর্ষের পেছনে যে কারণ এবং বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করি তাহলো :

১। শিক্ষাকে তারা প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

২। চাকরি ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সমাজের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছে।

৩। সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে এবং যোগ্য শিক্ষক নিয়োগে সমর্থ হয়েছে।

৪। শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫। পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরিতে শিক্ষকদের মতামতের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৬। ত্রুটিমুক্ত পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষকগণ নির্ভীক চিত্তে কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের কাছের প্রতিবেশী দেশ ভারত কোটারি কমিশনের সুপারিশের পর শিক্ষকদের যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের শিক্ষক শ্রেণী সম্ভবত পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি কালেজগুলো বাদ দিলে শিক্ষকদের দুর্দশা বর্ণনাতীত। তাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই। সামাজিক মর্যাদাও কম। পদোন্নতি সে তো সোনার হরিণ! শিক্ষার উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সব শিক্ষার বুনিয়াদ প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষকরাই শিক্ষার ভিত রচনা করেন। বহুতল বিশিষ্ট কোনো বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশন যদি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হয়, তবে তার স্থায়িত্ব হবে ভোরের কুয়াশার মতোই। তাই প্রাথমিক শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও সামাজিক মর্যাদা ব্যতীত শিক্ষার গুণগত

বর্তমান শিক্ষা সচিব ড. সাদত হুসেইন 'শিক্ষার অর্থায়ন' বিষয়ক 'প্রথম আলো'র গোলটেবিল বৈঠকে অভিমত ব্যক্ত করেন— 'বর্তমান প্রাইমারি শিক্ষকদের যে বেতন কাঠামো সেটা অনেকে মনে করেন যে, ড্রাইভারের চেয়েও কম সেটা, কিন্তু বাড়ানোর তেমন সুযোগ নেই। ... সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা ও বেতন কাঠামো নিয়ে সমস্যা আছে।'

প্রাথমিক শিক্ষকরাই সরকারের দুর্গম এলাকার একমাত্র অফিসার। তাদের দিয়েই সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গ্রাম পর্যায়ের কাজ করানো হয়। তারা শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ছাড়াও শিশু জরিপ, নিরক্ষর জরিপ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, স্যানিটেশন, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনের মধ্যমণি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষককে প্রশাসনিক, তত্ত্বাবধায়িক,

বাংলাদেশের শিক্ষক শ্রেণী সম্ভবত পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি কলেজগুলো বাদ দিলে শিক্ষকদের দুর্দশা বর্ণনাতীত। তাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই। সামাজিক মর্যাদাও কম। পদোন্নতি সে তো সোনার হরিণ! শিক্ষার উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সব শিক্ষার বুনিয়াদ প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষকরাই শিক্ষার ভিত রচনা করেন।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন, নিয়মিত ক্লাস্টার ট্রেনিং সংগঠন, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিভাবকদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা, দৈনিক ছাত্র উপস্থিতি তথ্য, মাসিক হোমভিজিট, মাসিক প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, নিয়মিত স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক-অভিভাবক কমিটির সভা সংগঠন, শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি তৈরিসহ বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও রেজিস্টার সংরক্ষণ এবং সেগুলো হালফিল রাখতে হয়। এছাড়াও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা এবং উপবৃত্তিসহ সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকতে হয়।

প্রাথমিক শিক্ষকদের পেশাগত নানারকম সমস্যা রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বেতন স্কেলের অসঙ্গতিগুলো আলোচনা করা গেল :

১। প্রধান শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর অথবা তিন বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক পাস।

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের প্রারম্ভিক মূল বেতন ১ হাজার ৯৭৫ টাকা এবং প্রশিক্ষণবিহীনদের ১ হাজার ৭২৫ টাকা। কিন্তু একজন সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের প্রারম্ভিক মূল বেতন ৬ হাজার ৩০০ টাকা।

৩। স্নাতক-স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রশিক্ষণবিহীন সহকারী শিক্ষকদের মূল বেতন ১ হাজার ৬২৫ টাকা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মূল বেতন ১ হাজার ৮৭৫ টাকা। কিন্তু প্রশিক্ষণবিহীন সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের মূল বেতন ২ হাজার ২৫০ টাকা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ৩ হাজার ৪০০ টাকা।

৪। পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সি-ইন-এড সহ স্নাতক। যাদের মূল বেতন ২ হাজার ৫৫০ টাকা এবং বিএড সহ স্নাতকদের মূল বেতন ৩ হাজার ৪০০ টাকা।

৫। ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী অষ্টম শ্রেণী পাস সরকারি ড্রাইভারের প্রারম্ভিক মূল বেতন ১ হাজার ৯৭৫ টাকা অথচ বিএড, এমএডধারী প্রাথমিক শিক্ষকদের মূল বেতন ১ হাজার ৮৭৫ টাকা

৬। পদন্নোতিতে প্রাথমিক শিক্ষকরাই বঞ্চিতের শীর্ষে। সহকারী শিক্ষক থেকে বড়জোর প্রধান শিক্ষক হওয়া যায়। যদিও সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার হতে শিক্ষকদের ৫০ ভাগ কোটা রাখা হয়েছে, কিন্তু এই কোটা সঠিক উপায়ে পূরণ করা হয় না।

৭। বিগত সরকারগুলোর আমলে তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং থানা শিক্ষা অফিসারকে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষকরা অদ্যাবধি তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর নিম্নতম পর্যায়ে রয়ে গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এ স্তরে অতি মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া উচিত। বর্তমান নিয়োগবিধি অনুসারে অতি মেধাবী-রা নিয়োগ ফেলে বেতন বৈষম্যের দরুন

গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধনে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা যেতে পারে :

১। প্রাথমিক শিক্ষকদের শুধু শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত রাখতে হবে।

২। বিদ্যালয়ের অফিশিয়াল কাজকর্মের জন্য করণিক পদ সৃষ্টি করতে হবে।

৩। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতানুযায়ী সম্মানসূচক বেতনস্কেল দিতে হবে।

৪। প্রধান শিক্ষকদের গেজেটেড কর্মকর্তার বেতনস্কেল প্রদান করতে হবে।

৫। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তসহ শিক্ষকদের ন্যূনতম প্রারম্ভিক মূল বেতন ২ হাজার ৫৫০ টাকা এবং প্রধান শিক্ষকদের ৩ হাজার ৪০০ টাকায় নির্ধারণ করতে হবে।

৬। প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুযায়ী থানা শিক্ষা অফিসার, সহ-থানা শিক্ষা অফিসার, পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং পিটিআই-এর বিভিন্ন পদে পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার থেকে প্রাথমিক শিক্ষকদের ৫০ ভাগ কোটা পূরণ করতে হবে এবং বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে কোটা পূরণ করতে হবে।

৮। স্কুল পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। একাডেমিক পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৯। প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি সেবার মান উন্নত করতে হবে। চাকরি ক্ষেত্রে নানারকম অসঙ্গতি ও দুর্নীতি রোধ করতে হবে, যাতে তারা স্বাধীনভাবে শিক্ষাদান কর্মে নিবেদিত হন।

১০। প্রাথমিক শিক্ষকদের উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রধান শিক্ষকদের প্রথাগত প্রশিক্ষণের বাইরে ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুদের সৃষ্টিশীলতা জাগিয়ে তুলতে এবং আগামী দিনের সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাথমিক শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

বাংলাদেশের প্রথম সরকারের আমলে জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে '৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ, '৭৪ সালে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠনসহ শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। '৯৩ সালে সারা দেশকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমান সরকার গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে

আশা করি প্রাথমিক শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি তথা শিক্ষার উন্নয়ন ঘটিয়ে আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে এবং দেশকে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

বিধান চন্দ্র ঘোষ : প্রধান শিক্ষক, চরবেতকান্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।